অদ্য ২৬ মে ২০০৮, এনটিভির নিয়মিত আয়োজন “আজকের সকাল” এ প্রাক বাজেট আলোচনায় অতিথি ড. তোফায়েল আহম্মেদ, সুশাসন বিশেষজ্ঞ, তার মতামত প্রদান করেন

উৎপাদনশীল কৃষি পণ্যের উপর সর্বাধিক ভর্তুকী এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচী বৃদ্ধি করা উচিত

এবারের বাজেটের প্রেক্ষিত হলো মুলত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা, উৎপাদনশীল কৃষি পণ্যের উপর সর্বাধিক ভর্তুকী প্রদান করা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচী বৃদ্ধি করা বিশেষ করে সমাজের কম সুবিধাভোগী মানুষের জীবন মানের উপর বেশী বেশী গুরুত্বারোপ করা।

খোলা বাজারে চাল বিক্রয়, কৃষিখাতে ব্যবহার্য্য উপাদানে ব্যপকভাবে ভর্তুকী প্রদান করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় এনে এখন মাঠ পর্যায়ে সরকারীভাবে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে, বিদেশ থেকে খাদ্য দ্রব্য আমদানী করার চেয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার ও উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। কৃষিদ্রব্যে উৎপাদন মুল্য বৃদ্ধি বলে কৃষকের কথা বিবেচনায় রেখে সার, পানি, কিটনাশকসহ অন্যান্য দ্রব্যাদীর উপর সরকার ভর্তুকী প্রদান করছে। সরকারকে এসব দ্রব্য কৃষকের কাছে সহজলভ্য ও সঠিক সময়ে পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে, পারলে প্রতি ১৫ দিন পর পর তা সরবরাহ করতে হবে। সরকারকে কৃষিখাতকে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ খাত হিসেবে দেখে বাজেট করতে হবে। বর্তমানে এ কাজে যে ভর্তুকী দেওয়া হচ্ছে তা যেন সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কৃষকের কাছে পৌঁছে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

এবারের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি বৃদ্ধি করতে হবে। গরীব মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা বিশেষকরে ভিজিডি, ভিজিএফসহ অন্যান্য খাতে সরকারের ঘোষিত ২৭টা কর্মসুচী যে ১৬টা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে তা যেন এবারের বাজেটেও যাতে গুরুত্বপায় এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য সরকারকে ভাবতে হবে। গত অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২৩ হাজার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্ধ প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু তা সঠিক ভাবে মানুষের কাছে পৌছেনি। বাজেট প্রণয়ন ও এর সঠিক বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত উদ্যোগ থাকা দরকার যেখানে জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ আবশ্যক। গত অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীতে ২৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এর ৮/৯ মাস অতিবাহিত হয়েছে যার মাত্র ৩০/৩৪ শতাংশ খরচ হয়েছে।

পরবর্তীতে বছর শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে ৭০-৮০ শতাংশ খরচ দেখানো হবে। এর অর্থ হলো প্রকল্প বাস্তবায়ন না করে টাকা শুধু অন্যদিকে সরিয়ে রাখা। এসব কর্মসুচীর বাস্তবতা থাকা উচিত। তাই, এবারের বাজেটে বাধ্য হয়ে উন্নয়ন কর্মসুচী সংকোচন করা হয়েছে।

সামনে জাতীয় নির্বাচন, তাই এ সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটা সঠিক ও বাস্তবমুখী বাজেট প্রনয়ন করা যা পরবর্তী নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়ন করতে পারবে। দ্রব্যমুল্যের বিষয়টা বিবেচনায় রেখে এবারের বাজেটে সরকারী কর্মচারীদের সুবিধাদী বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের কথা মাথায় রেখে সর্বাধিক পরিমানের দেশীয় সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সরকার এবারে এযাবৎ কালের সবচেয়ে বেশী ১ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছে । এ বাজেটে ভর্তুকী প্রদানের মাধ্যমে সমাজের নীচের দিকের মানুষের সুবিধার দিকটা বেশী গুরুত্ব দিয়ে দ্রব্যমুল্য কমানোর জন্য সরকার প্রদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এক সময় উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রনে ছিল তা এখন বেসরকারী ব্যবস্থায় চলে যাচ্ছে এবং অনেকটা চলেও গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে incentive/ বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী পেতে যাতে সংকট সৃষ্টি করা না যায় সেদিকে ও খেয়াল রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করাতে হবে। দ্রব্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ ও এটা সুলভে গনমানুষের হাতের নাগালে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের গণমাধ্যম একটি বড় ভুমিকা রাখতে পারে। রাষ্ট্রীয় সকল সম্পদের সুষম বণ্টণের কথা সঠিকভাবে বিবেচনায় এনে এ সরকার জাতির কাছে একটি সময়োপযোগী ও সঠিক বাজেট প্রণয়ন করবে সেটা আমাদের প্রত্যাশা।

ডকুমেন্টেশনঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী।

Equity & Justice Working Group (EJWG)
mvPevjq: evwo 9/4, moK 2. k¨vgjx, XvKv-1207|
‡dvb : 8125181, 8154673, d¨vK : 9129395,
B‡gBj : info@equitybd.org,
I‡qe mvBU : www.equitybd.org